নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২৮ মে ২০০০ ক্রোড়পত্র

নারীর অধিকার সুস্থ জীবন হাসিখুশি মন

'মাতৃমৃত্যু ও নারী নির্যাতন রোধ' বিষয়ক জাতীয় যোগাযোগ ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির প্রচারণা অভিযান

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭
১৬ মে ২০০০

বাণী

নিরাপদে মা হওয়া নারীজীবনের অধিকার। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজের সবার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যেই ২৮ মে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালন করা হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

নিরাপদ মাতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ২৮ মে ২০০০ থেকে শুরু হচ্ছে 'মাতৃমৃত্যু ও নারী নির্যাতন রোধ' বিষয়ক জাতীয় যোগাযোগ ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি। আমরা আশাবাদী, সরকারের অন্যান্য কার্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং এর ফলে দেশে মাতৃমৃত্যু ও নারী নির্যাতনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। দেশব্যাপী জরুরি প্রসূতিসেবার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রজননস্বাস্থ্যসেবাসহ সকল প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে আমাদের দেশে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সেবা কেন্দ্র রয়েছে। প্রতি ৬০০০ জনগোষ্ঠীর জন্য ১টি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। এসব কেন্দ্র থেকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা গ্রহণ করলে বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি হবে বলে আমি আশাবাদী। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা ২০০৫ সাল নাগাদ দেশে প্রসূতি-মৃত্যুর হার অর্ধেকে নামিয়ে আনতে সংকল্পবদ্ধ। নিরাপদ মাতৃত্বের অধিকার সকল নারীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক।

আমি এ দিবসের কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

জরুরি প্রসূতিসেবায় যোগাযোগ ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি

বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর বর্তমান হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৩ জন (উৎস ঃ স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক ১৯৯৮)। ২০০৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর বর্তমান হার কমিয়ে অর্ধেকে নিয়ে আসার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর মূল কারণ গর্ভ ও প্রসবের জটিল অবস্থা। গর্ভবতী, তাঁর পরিবার ও এলাকাবাসী এই জটিল অবস্থা সময়মত শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয় বলে এই অকাল মৃত্যু ঘটে। এই জটিল অবস্থা বা বিপদচিহ্নগুলো হচ্ছে - রক্তস্রাব, মাথাব্যথা ও ঝাপসা দেখা, ভীষণ জ্বর, খিঁচুনি ও বিলম্বিত প্রসব।

এই ধরনের জটিলতা যে কোনো গর্ভবতী মায়ের উপর যে কোনো সময় আঘাত হানতে পারে। এই পরিস্থিতিতে জরুরি প্রসূতিসেবা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে গর্ভবতীর পরিবার জটিল অবস্থাগুলো বুঝতে না পারায় তিনটি দেরি গর্ভবতীকে আরো নাজুক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। এগুলো হলো - সেবা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি, চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছাতে দেরি এবং সেবাকেন্দ্রে চিকিৎসা পেতে দেরি।

জটিল অবস্থা ও তিনটি বিলম্বের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে জরুরি প্রসূতিসেবা গ্রহণে আগ্রহী করা যোগাযোগ ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

জরুরি প্রসূতিসেবাঃ জরুরি প্রসূতিসেবা (Emergency Obstetric Care - EOC) হলো জরুরি ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা বা সেবা যার মাধ্যমে গর্ভ ও প্রসবজনিত জটিলতার শিকার এমন নারীদের মৃত্যু ও অসুস্থতা থেকে রক্ষা করা হয়।

ইওসি কার্যক্রমঃ প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতালে ও ৬১টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে সার্বিক জরুরি প্রসূতিসেবা (Comprehensive EOC) দেয়া হচ্ছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে এই সেবা নিয়মিত প্রদান করা হচ্ছে। কিছু কিছু থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সার্বিক জরুরি প্রসূতিসেবা দান শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ যৌথভাবে ১৯৯৬ সাল থেকে 'নারী ও মায়েদের স্বাস্থ্য' কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এ কর্মসূচির তিনটি প্রধান কর্মকাণ্ড হচ্ছে - জরুরি প্রসূতিসেবা, নারী-বান্ধব হাসপাতাল উদ্যোগ এবং যোগাযোগ ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ। এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন শেষে প্রায় শতাধিক থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সার্বিক জরুরি প্রসূতিসেবা কার্যক্রম চালু হবে বলে আশা করা যায়।

প্রসূতিসেবা লোগোঃ গর্ভবতীর জটিল অবস্থায় সার্বিক জরুরি প্রসূতিসেবা দানকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো যাতে সহজে চেনা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে জরুরি প্রসূতিসেবা লোগো প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে এই লোগোর ব্যবহার ব্যাপক। 'গর্ভবতীর বিপদ দ্রুত চিকিৎসাতেই নিরাপদ' করার লক্ষ্যে এই লোগোর মাধ্যমে 'জরুরি প্রসূতিসেবা নেটওয়ার্ক' (Emergency Obstetric Care Network) সকল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হবে। সকল কর্মকাণ্ড ও প্রচারপত্রে এই লোগোর ব্যবহার লোগো সম্বলিত সেবাকেন্দ্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।

যোগাযোগ ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণঃ মাতৃমৃত্যু হ্রাসে জরুরি প্রসূতিসেবা গ্রহণ অপরিহার্য। এই সেবা গ্রহণে জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তুলতে যোগাযোগ ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এই কর্মসূচিতে বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ-এর সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস্ (বিসিসিপি) ও ইউএসএআইডি।

মাতৃমৃত্যু হ্রাসে দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের মাঝে সচেতনতাবোধ গড়ে তুলতে দু'ভাবে জোরালো প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে - জাতীয় গণমাধ্যম ও স্থানীয় মাধ্যম প্রচারণা এবং থানা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ। সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রাক্-যাচাই পদ্ধতিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মতামত, চাহিদা আর আলোচনার ভিত্তিতে সকল উপকরণ প্রস্তুত করা হয়েছে। এসব উপকরণগুলোর মধ্যে রয়েছে - পোস্টার, পিক্টোরিয়াল কার্ড, লিফলেট, ফ্লিপচার্ট, ফ্লাশকার্ড, ফ্লানেলগ্রাফ, স্টিকার, রেডিও-টিভি স্পট, টিভি ও বেতার নাটিকা ইত্যাদি। দেশব্যাপী এই ব্যাপক যোগাযোগ কর্মসূচির মূল শ্লোগান হচ্ছে 'নারীর অধিকার সুস্থ জীবন, হাসিখুশি মন'। নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকরী প্রভাব ফেলার লক্ষ্যে বেতার, টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকার মতো গণমাধ্যমগুলো ছাড়াও আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হবে। সর্বোপরি সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকল মানুষের সচেতনতা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসার বিষয়টি এই কর্মসূচিতে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। আশা করা যায়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে এই যোগাযোগ ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ১৯৯৭ সাল থেকে প্রতি বছর ২৮শে মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত হয়ে আসছে। আমরা জানি এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাতৃমৃত্যুর হারকে উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা। কিন্তু ব্যাপকতর অর্থে নিরাপদ মাতৃত্বকে নারী জীবনের অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই কার্যক্রমটির প্রধান লক্ষ্য।

মাতৃমৃত্যুর সঙ্গে অনেক বিষয় সম্পর্কিত। জন্মের সময় থেকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, অশিক্ষা, পরনির্ভরশীলতা ইত্যাদি বিষয়গুলোও মাতৃমৃত্যুর জন্য দায়ী। পৃথিবীর যে কোনো দেশে মাতৃমৃত্যুর হার সে দেশের নারীর অবস্থানের সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, আর সে কারণেই মাতৃমৃত্যু রোধে শুধু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই যথেষ্ট নয়, তাই এখন থেকেই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

নারীর প্রতি আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও বিশেষ জরুরি বলে আমি মনে করি। পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা, দায়িত্বশীলতা এবং সবার মিলিত প্রচেষ্টাই আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যুর উচ্চহার কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে, এই দিবসে এটাই আমার কাম্য।

আমি 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস'-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ ফজলুল করিম সেলিম
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত হচ্ছে। নিরাপদে ও বিশেষ যত্নের সাথে মা হওয়া একজন নারীর মৌলিক অধিকার। বিষয়টি সম্পর্কে সকল মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যেই এই দিবসের উদ্‌যাপন।

এটা সত্যিই অত্যন্ত দুঃখের এবং লজ্জার যে, আমাদের দেশে গর্ভধারণ ও প্রসবসংক্রান্ত জটিলতায় প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক নারীর মৃত্যু ঘটে। অথচ আমরা সকলে যদি সচেতন হই, তবে এর পরিবর্তন সম্ভব।

ভুললে চলবে না যে, কোনো গর্ভবতী নারী যে কোনো সময়ে যে কোনো বিপদের শিকার হতে পারেন, যা তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে। তাই স্বামীসহ পরিবারের সবাই, এমনকি পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সকলকেই এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

নিরাপদ মাতৃত্বকে নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, আজকের দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

অধ্যাপক ডাঃ এম, আমানউল্লাহ
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অন্যান্য বছরের মতো এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালিত হচ্ছে। ২০০৫ সালের শেষ নাগাদ বর্তমান সরকার প্রসূতিমৃত্যুর হার অর্ধেকে নামিয়ে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব সকলের আন্তরিক সহযোগিতা আর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

একজন নারী যতবার গর্ভধারণ করেন, ততবার তিনি মৃত্যুঝুঁকির মুখোমুখি হন। যখনই কোনো নারী গর্ভজনিত জটিলতার শিকার হন, তখনই তাঁর বিশেষ ধরনের সেবার প্রয়োজন হবে। এই ধরনের সেবা 'জরুরি প্রসূতিসেবা' নামে পরিচিত। সময়মতো এই সেবা না পেলে আক্রান্ত প্রসূতির মৃত্যুও হতে পারে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি পরিবারের কাছ থেকে বিশেষ যত্ন পাওয়াও একজন গর্ভবতী নারীর অধিকার। আমাদের দেশে প্রতিদিন অসংখ্য গর্ভবতী নারী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণে মারা যায় বা আত্মহত্যা করে। এটা সত্যিই আমাদের জন্য লজ্জার এবং জাতি হিসেবে অগৌরবের বিষয়। পরিবার আর সমাজের সকলে এগিয়ে এসে এই নির্যাতন বন্ধ করে নারীদের জীবন আমরা সুস্থ ও আনন্দময় করে তুলতে পারি। এই দিবসে সেটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী
সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা

আজ ২৮ মে দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস'। আমাদের দেশে বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার আশঙ্কাজনকভাবে বেশি। জরুরি প্রসূতিসেবা, নারী-বান্ধব হাসপাতাল উদ্যোগ এবং যোগাযোগ ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে এই মৃত্যুহার কমিয়ে আনার সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকল মানুষ সচেতনতা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে এলেই এমন একটি প্রচেষ্টা সার্বিকভাবে সফল হয়ে উঠতে পারে।

এই কর্মসূচি ও উদ্যোগ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আমরা মনে করি। ঘরে ঘরে সব মানুষের জীবন হোক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, আনন্দময় – নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

অধ্যাপক এ, বি, এম, আহসানউল্লাহ
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ বিশ্বের একমাত্র দেশ, যে দেশ 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালন করে থাকে। বিশ্বব্যাপী নিরাপদ মাতৃত্বের অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি নারীদের সুস্থ জীবনের অধিকার নিশ্চিত করতে ২৮ মে দিনটিকে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মাতৃত্বকে নিরাপদ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের ব্যাপক কার্যক্রমে সহায়তা করতে ইউনিসেফ অঙ্গীকারাবদ্ধ। আজ উদ্বোধন হচ্ছে 'মাতৃমৃত্যু ও নারী নির্যাতন রোধ' বিষয়ক জাতীয় যোগাযোগ ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি। আমরা আশা করি যে, এই কর্মসূচি বাংলাদেশে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক আচরণ পরিবর্তনে সফল হবে। বাংলাদেশের নারীদের সুস্থ জীবনের অধিকার নিশ্চিত করতে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের সকল প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা যেন একতাবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে পারি।

Shahida Jafar

শাহিদা আজফার
প্রতিনিধি
ইউনিসেফ, বাংলাদেশ

শুভেচ্ছা

'মাতৃমৃত্যু ও নারী নির্যাতন রোধ' - মূলবার্তাসংবলিত জাতীয় যোগাযোগ ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এবার 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালিত হচ্ছে। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, নিরাপদে ও সুস্থভাবে মা হওয়াটা একজন নারীর জন্মগত অধিকার। সমাজে নারীর এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে আমাদের সবাইকে।

যোগাযোগের মাধ্যমে যে ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ এ বছর নেয়া হয়েছে তা নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর প্রভাব ফেলবে বলে আমরা মনে করি। গর্ভবতীর বিপদাবস্থা ও তার প্রতিকার বিষয়ে জেনে, আসুন আমরা সবাই মিলে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে তুলি।

'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' সম্পূর্ণভাবে সফল হোক সেটাই আন্তরিকভাবে আমাদের প্রত্যাশা।

শফিউদ্দিন আহাম্মেদ
মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিপদ অবস্থা জেনে রাখুন নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করুন

বিসিসি ইউনিট • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর • স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়